

শক্তি পূজায় যে সমস্ত তান্ত্রিকি পরভাষা

শক্তি পূজায় যে সমস্ত তান্ত্রিকি পরভাষা ব্যবহৃত হয়ঃ

সম্ভু কুসুম-- রক্তচন্দনের অপর নাম ।

দুগ্ধনবনীত-- শুক্লরক্তে দুগ্ধনবনীত বলা হয় ।

শবাসন - বীরাসনকেই শবাসন কহে।

মৈথুন--কজ্জলযুক্ত রক্তপুষ্পকে কহে।

যোনী-- কাঙ্খতি দবীর যন্ত্র এর অপর নাম যোনী

শ্মশান--শ্মশানের তান্ত্রিকি নাম শূন্যাগার ।

শয্যা--- তান্ত্রিকি পরভাষায় উত্তর মুখ হইয়া পূজা করার নামই শয্যা।

কশে--তান্ত্রিকি পরভাষায় বল্লিপুষ্পকে কশে কহে ।

রক্ত-- রক্তচন্দন এর তান্ত্রিকি নাম রক্ত।

মৈথুন সম্ভবা পূজা---কুর্মমুদ্রায় তনিবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাকে কহে ।

ভগ্নীতি--দবীস্তব পাঠ করার তান্ত্রিকি নামই ভগ্নীতি

লঙ্ঘীতি--শবিস্তব পাঠের তান্ত্রিকি নাম লঙ্ঘীতি

নরশঙ্খ--দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ।

নরাস্থি মালা-- শঙ্খ নর্মিতি মালার তান্ত্রিকি নাম।

অশুচি-- পূজক নজি ভোজন করার পর কোন পূজাকরতে বসে তান্ত্রিকি অর্থে অশুচি ।

প্রতেভূমি-- শ্মশানভূমিকেই প্রতেভূমি কহে।

পরলতা-- অপররে স্ত্রীকে পরলতা কহে।

মহাতলৈ-- মানব তলেই হলো নরতলৈ ।

বিশ্বমতির পাত্র--নারকিলে ফলের পাত্রকেই তান্ত্রিকি ভাষায় বিশ্বামতির পাত্র কহে।

বিশ্ণুক্রান্তা--অপরাজিতা পুষ্পকে কহে।

মহাশঙ্খ--নরমুণ্ডের দ্বারা নর্মিতি শঙ্খকে কহে।

ভগ্নীস্তন মর্দন-- বল্লিপত্রের রক্তচন্দন লপেন।

মাতৃযোনী-- অপরাজিতা বা দ্রোণপুষ্পকে কহে।

গুরোশীর্ষ--সহস্রদলপদ্ম এর তান্ত্রিকি নাম ।

মদ- মদকে তান্ত্রিকি পরভাষায় মদ্য কহে ।

মাংশ-- মাংশং । মাছ--মৎস । রক্ত--শূনতিম্ ।

কলা--রম্ভা/কদলী, কাঁঠাল-- পনস্, শযা--কটকী,

রন্ধনকৃত তরকারী-ব্যাঞ্জন, পলাউ-পুষ্পান্ন,

খচেরী--ক্রশিরান্ন, চণী--শর্করা, গোবর--গোময়,

গোমূত্র-- গোচনা, লাউ-অলাবু, বগুন- বার্তাকি

.